ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রণবীর-আলিয়ার এমন সারপ্রাইজে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে

পৃঃ ৫

এবার বড় সুখবর পেলেন বাবর আজম

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৯ ● কলকাতা ● ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৯ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শুভেন্দু অধিকারীর পশ্চিম মেদিনীপুরের

সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর পশ্চিম মেদিনীপুরের সভার অনুমতি দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামিকাল সভা হওয়ার কথা। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংবনি নবকুঞ্জ গ্রামের মাঠে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে এই সভা হাওয়ার ক্ষেত্রে এবার আর কোনও বাধা রইল না।

আজ চিঠি দিয়ে পুলিশ জানায় যে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। পুলিশ জানিয়েছে , পিংবনি হাটতলায় তৃণমূলের সভা ও মিছিল আছে যেখানে ৫ থেকে ৭ হাজার মানুষ আসবেন। দুটি সভাস্থলের দূরত্ব ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে। গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে। এমনটাই সওয়াল রাজ্যের। আগেই সকাল ১০টা থেকে ৭টা পর্যন্ত তৃণমূলের সভার সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল। তাদের সভায় ২ হাজার লোক আসতে পারে বলে জানিয়েছে বিজেপি।এর আগে শুভেন্দু অধিকারীর সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ।তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। আগামিকাল একই এলাকায় সভা রয়েছে তৃণমূলের। আদালতের নির্দেশে সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১:৩০ টা পর্যন্ত

এরপর ৩ পাতায়

শিক্ষকদের ৫ বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে পাঠানো হোক,

শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবে নবান্ন কী বলছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমানায় সবচেয়ে বেশি কালি লেগেছে শিক্ষা দফতরে। পার্থ-মানিকের জুটি সরকার ও শাসক দলকে বেআব্রু করে ছেড়েছে। এ বার শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এনে ভাবমূর্তি ফেরানোর চেষ্টায় নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যবেক্ষকদের মতে, এর একটা কারণ হতে পারে যে শহরে সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা কমছে। বেসরকারি স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার প্রবণতা বাড়ছে। তুলনায় জেলা তথা গ্রাম স্তরে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

সরকার শিক্ষা কমিটির এই সুপারিশের সঙ্গে নীতিগত ভাবে একমত রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দফতর। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানাননি। তিনি শুধু বলেছেন, সরকার সুপারিশগুলি পেয়েছে। সে ব্যাপারে স্কুল শিক্ষা দফতর ও উচ্চ শিক্ষা দফতর আলোচনা করছে।

তবে ব্রাত্য এর আগেও জানিয়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি যত্নশীল। তাঁদের ট্রান্সপার পোস্টিংয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতা রাখতে একটি ওয়েবসাইটও তাই সরকার তৈরি করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে মনে করেন, গ্রাম ও জেলার স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের জন্য শিক্ষকদেরও যত্নশীল হওয়া উচিত।কিন্তু সেই সংস্কারে হাত দিয়ে সরকার কিছুটা দ্বিধাতেও পড়েছে। নয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার যে শিক্ষা কমিটি তৈরি করেছে, তারা এমন সুপারিশ করেছে যে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে ভাবতে হচ্ছে ব্রাত্য বসুদের।

শিক্ষা কমিটি রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে যে সুপারিশ পেশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, পাঠ্যক্রমে বদলের

এরপর ৩ পাতায়

মোদীকে কম ভালবাসি না.

শব্দের মারপ্যাঁচে অনাস্থা তর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বেআব্রু করার চেষ্টায় সৌগত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সৌগত রায় যখন বিধানসভার সদস্য ছিলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও নাকি তাঁর কথা মনে দিয়ে শুনতেন। কারণ, তাঁর বক্তৃতায় যতটা ধার, ততটাই থাকত উইট তথা বুদ্ধির ঝলক। লোকসভাতেও বহুবার সৌগত রায়ের বক্তৃতা নিয়ে তারিফ হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। মঙ্গলবার সংসদে অনাস্থা বিতর্কে বর্ষীয়ান এই তৃণমূল সাংসদকে ঠিক সেরকম মেজাজেই দেখা গেল ।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট, আদানি প্রসঙ্গ, বিরোধী শাসিত রাজ্যপালদের অতিসক্রিয়তা ইত্যাদি সবই ধরে ধরে এদিনের বিতর্কে টেনে আনেন সৌগতবাবু।

তাতপর্যপূর্ণ ভাবে এদিনের বক্তৃতায় রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন সৌগত রায়। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ ফেরানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আস্থা জানাচ্ছি। আর এই সরকারের প্রতি অনাস্থা জানাচ্ছি। ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদী আর জিততে পারবেন না। কোনওভাবেই না।এদিন অনাস্থা বিতর্কে অংশ নিয়ে সৌগত রায় শুরুতেই বলেন,

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।

২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।

৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।

৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বিশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered

২. ISBN allocated

৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

শিবলিঙ্গ সরানোর রায় লিখতে গিয়ে

অজ্ঞান সহকারী রেজিস্ট্রার, তড়িঘড়ি মত বদল বিচারপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রাবণ মাস। চারদিকে চলছে শিবের মাথায় জল ঢালার পর্ব। এমন সময়ে শিবলিঙ্গ উচ্ছেদের রায় নথিভুক্ত করতে গিয়ে বিপত্তি কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, বিতর্কিত জমিতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা যায় না। সেটিকে সরাতে হবে। এই পর্যন্ত হয়তো ঠিক ছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধল সেই রায় নথিভূক্ত করতে গিয়ে।ওই কথা শুনে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, বিচারাধীন জমিতে হঠাত শিবলিঙ্গ এইভাবে প্রতিস্থাপন করা যায় না। আমি সেটি সরানোর নির্দেশিকা জারি করছি। বিচারপতি নির্দেশের পর এজলাস উপস্থিত সহকারি কোর্ট রেজিস্ট্রার বিশ্বনাথ রায় বিচারপতির রায় নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। সেই রায় কিছুটা নথিভুক্ত করার পরই হঠাত তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অসুস্থ বিশ্বনাথ বাবুকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা হাইকোর্টের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এজলাস ছাড়েন বিচারপতি।

এদিকে, ওই ঘটনার মিনিট দশেক পর এজলাসে ফিরে আসেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তার পরে তিনি বলেন, আদালত এই বিষয় কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। শিবলিঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি নিম্ন আদালতের দেওয়ানি মামলার মাধ্যমে বিচার হবে। আমি এই মামলার নিষ্পত্তি ঘোষণা করলাম।যিনি সেই রায় নথিভূক্ত করছিলেন সেই সহকারী কোর্ট রেজিস্ট্রার সংজ্ঞা হারালেন আচমকাই। চমকে উঠল এজলাস। তড়িঘড়ি তাঁকে পাঠানো হল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ওই ঘটনার পরই নিজের মত বদল করে ফেললেন বিচারপতি।মামলাটি আসলে কী নিয়ে? মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার খিদিরপুরের বাসিন্দা সুদীপ পাল ও গোবিন্দ মন্ডল। একটি জমিকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বিবাদ চলছিল। চলতি বছরের মে মাসে ওই বিবাদ হাতাহাতির পর্যায় পৌঁছয়। একে অপরের বিরুদ্ধে বেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নিম্ন আদালত থেকে উভয়েই জামিন পান। পুলিস উভয়ের বিরুদ্ধে মারামারি অভিযোগ এনে চার্জশিট পেশ করে।

ওই বিতর্কিত জমি নিয়ে গোলমাল এখানেই থেমে থাকেনি। কিছুদিন পরেই বিতর্কে নতুন মোড়। অভিযোগ, ওই বিতর্কিত জমিতে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিস্থাপন করেন গোবিন্দ মন্ডল। সেই শিবলিঙ্গ তুলতে সুদীপ পাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিস কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় সুদীপ পাল কলকাতা হাইকোর্টের পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার মামলা দায়ের করেন।সুদীপ পালের অভিযোগ, গোবিন্দ মন্ডল ইছাকৃতভাবে ওই বিতর্কিত জমিতে শিবলিঙ্গ প্রতিস্থাপন করেছে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানিও কোনও কাজ হয়নি। তাই আদালত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং শিবলিঙ্গ সরাতে উপযুক্ত নির্দেশিকা জারি করুন।

ওই মামলায় সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত গোবিন্দ মণ্ডলের আইনজীবিকে প্রশ্ন করেন, কেন আপনি বিতর্কিত জমিতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছেন? এইভাবে বিচারাধীন সম্পত্তিতে শিবলিঙ্গ প্রতিস্থাপন করা কি যায়?

গোবিন্দর আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করেন, আমার মক্কেল শিবলিঙ্গ প্রতিস্থাপন করেনি। শিবলিঙ্গ নিজেই মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।

অভিষেকের কনভয়ে হামলায় ধৃত

সেই রাজেশ মাহাতোর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

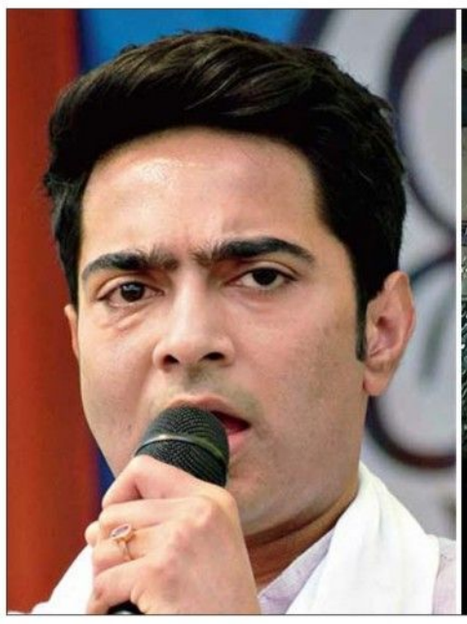

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলা এবং মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে ধৃতদের মধ্যে ছিলেন কুড়মি সমাজের রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাতো। পরে জামিন পেয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম সফরে এসে সেই রাজেশের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে পৌঁছনোর পর রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ (কন্যা গুরুকূল)-এর মেয়েরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন মমতা। কথা হয়েছে মন্ত্রী বিরবাহার সঙ্গেও। এ ছাড়া জাকাত মাঝি পরগনা মহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। জাকাত মাঝি পরগনার প্রতিনিধিরা জানান, তাঁদের বিভিন্ন দাবি গুরুত্বের সঙ্গে শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামিদিনে তাঁদের যে কোনও সমস্যার সমাধানেরও পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মমতা।

বুধবার, ৯ অগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে খবর, সমাজের গুণীজনদের সংবর্ধনা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা তাঁর।একাধিক দিক থেকে এই সাক্ষাত তাতপর্যপূর্ণ। প্রথমত, অভিষেকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া রাজেশের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রীর কথাবার্তা। দ্বিতীয়ত, পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বেশ কয়েকটি বুথে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন কুড়মি প্রতিনিধিরা। তাঁরা তৃণমূলকে সমর্থন করবেন কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত নিয়ে রাজেশ বলেন, তাঁদের বেশ কিছু বিষয়ে কথা হয়েছে। তা হলে কুড়মিরা কি তৃণমূলকে সমর্থন করছে? রাজেশের বক্তব্য, "কোনও রাজনৈতিক দলকে কুড়মি নির্দল প্রার্থীরা সহযোগিতা করবেন না। রাজনৈতিক দলগুলির উদারতা থাকলে তারা কুড়মি প্রার্থীদের সমর্থন করুক।"উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের সময় ঝাড়গ্রাম আসনটি বিজেপির দখলে যায়। সেই ধাক্কা সামলে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেখানে জয়ী ফেরে তৃণমূল। তবে এ বার পঞ্চায়েত ভোটের আগে কুড়মিদের জাতিসত্তার আন্দোলন, কুড়মি আদিবাসীদের ভাগাভাগির অভিযোগ ঘিরে কিছুটা শঙ্কায় ছিল শাসক শিবির। বিশেষত মন্ত্রী বিরবাহার গাড়িতে হামলার অভিযোগে কুড়মি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল। বস্তুত, এর প্রতিবাদে পঞ্চায়েত ভোটে কুড়মিরা নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়াই করেন। কিছু আসনে তাঁরা জিতেওছেন। তবে তৃণমূলকে বিশেষ বেগ দিতে পারেননি। বিরোধীশূন্য করে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ পেয়েছে তৃণমূল। আটটি পঞ্চায়েত সমিতির সবক'টি এবং বেশির ভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই। মমতা নিজে বার বার বলেছেন, আদিবাসী জনজাতি, কুড়মি-সহ গোটা জঙ্গলমহল তাঁর প্রিয়। কুড়মিদের দাবি মেনে এ বার পঞ্চায়েত ভোটের পরই 'করম পরব'-এ পূর্ণ ছুটি ঘোষণা করেন তিনি। আদিবাসীদের জন্যও একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন।

স্পেশাল অলিম্পিয়ানদের সংবর্ধনা

বাসন্তীর মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের ১৪ই জুন থেকে জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হওয়া স্পেশাল অলিম্পিকে অংশ নেওয়া বাংলার চার সফল খেলোয়াড় কে সংবর্ধিত করলো বাসন্তীর মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। প্রবাসী বাঙালি তথা বর্তমানে ব্রিটেন নিবাসী সিংহ রায় পরিবারের সহায়তায় বাসন্তীর রানীগড় গ্রামে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী, রানীগড়, গোসাবা মতো পিছিয়ে পড়া এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে এই সিংহরায় পরিবার কে। যেমন, এই প্রবাসী বাঙালি সিংহ রায় পরিবারের সর্বময় কর্তা লেখক হিরন সিংহ রায়ের একমাত্র কন্যা মায়া সিংহ রায় তার মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে নারী পাচার প্রবণ সুন্দরবনের অসহায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক সমদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুন্দরবনের বাসন্তী, রানীগড়,বীরভূম মতো এলাকার মহিলাদের জন্য ফুটবল অনুশীলন থেকে শুরু করে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সেই সঙ্গে তাদেরকে পড়াশোনা ও আধুনিক শিক্ষার আঙিনায় আনতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে আসছেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে। আর মায়ার এই দীর্ঘ সাত বছরের সমাজ সেবার ফল হয়তো এবার পেল ভারত। সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ দের মধ্যে থেকে বীরভূমের মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি তিন বঙ্গ কন্যা সোনালী হেমব্রম, পাপিয়া মুর্মু ও ইতি মাল সহ এক বঙ্গ সন্তান আব্দুল কাদের কে জার্মানির বার্লিনে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল ও পুরুষ ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানো হয়। আর বার্লিনে যাতায়াত থেকে শুরু করে এই চার প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রায় সমস্ত রকম সাহায্য করে মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি বা সিংহরায় পরিবার। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হওয়া এই স্পেশাল অলিম্পিকে ভারত ছাড়াও জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ আমেরিকার মতো বিভিন্ন দেশও অংশগ্রহণ করে। আর এই প্রতিযোগিতায় সোনালী,পাপিয়া,ইতিদের ফুটবল দল সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে পরাজিত হয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। আর আব্দুল কাদেরের অধিনায়ক্তে ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক পায়।

তাই এদিন বিশ্বের মঞ্চে ভারত কে গৌরবান্বিত করা এই চার অলিম্পিয়ান কে বাসন্তী মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির তরফ থেকে সোনালী, ইতি, আব্দুল কাদের দের হাতে পনেরো হাজার টাকার চেক সহ পুষ্প-স্তবক, উত্তরীয় তুলে দিয়ে এক বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল অলিম্পিকের রাজ্য ক্রীড়া অধিকর্তা শুকদেব চক্রবর্তী, মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ফুটবল প্রশিক্ষক দেবাশীষ দাস, সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক নিশিকান্ত দাস, বাসন্তী মায়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা নাসের আলী সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

ভাঙড়ে ফের জারি ১৪৪ ধারা!

পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে অশান্তি এড়াতেই সিদ্ধান্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারেবারে অশান্তি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে । গুলি, বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে, মৃত্যুও হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল পুলিশ-প্রশাসন। তবে দিন কয়েক আগে সেই কার্ফু তুলে নিলেও মঙ্গলবার থেকে ফের নতুন করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।নওসাদ সিদ্দিকি থেকে শুরু করে শওকত মোল্লা কাউকেই কাশিপুর থানা চত্বরে ঢুকতে দেননি পুলিশকর্মীরা। গত ৩১ জুলাই ভাঙড় থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সে কথা পুলিশ হাইকোর্টে জানায়। তারপর একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে দেখা যায় নওসাদ-শওকতদের।পুলিশ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে অশান্তি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামীকাল অর্থাত বুধবার ভাঙড় ২ ব্লকের বোর্ড গঠনের কথা। আবার ১২ অগস্ট পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হবে ভাঙড়ে। বোর্ড ও পঞ্চায়েত সমিতি গঠনকে কেন্দ্র করে কোনও অশান্তি না হয়, তাই মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

জানা গেছে, ভাঙড় ২ ব্লকের অধীনস্থ ভোগালি ১, ভোগালি ২, চালতাবেড়িয়া, ভগবানপুর, শানপুকুর, পোলেরহাট ১ ও পোলেরহাট ২ এই মোট সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আগামী ১৩ অগস্ট পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি শুরু হয়। সে সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করেছিল।

বিক্ষুব্ধ'কেই জেলা সভাপতি!

সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে বিক্ষোভ কর্মী সমর্থকদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে দলের বিরুদ্ধেই প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। বিক্ষুব্ধ সেই বিজেপি নেতা নবেন্দু সুন্দর নস্করকে বহিষ্কারের পরিবর্তে তাঁকেই এবার দলের মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করেছেন রাজ্য নেতৃত্ব ।এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন মথুরাপুরের বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করা হয়েছে। বিক্ষোভকে ঘিরে পার্টি অফিসে রীতিমতো উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সূত্রের খবর, কর্মীদের বিক্ষোভের সময় অফিসে ছিলেন দলের রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। যদিও এই বিষয়ে শমীকবাবু বা রাজ্য নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি।এমনকী রাজ্য নেতৃত্বের ঠিক করা নয়া জেলা সভাপতির কুশপুতুলও দাহ করেন তাঁরা।

রবিবার নয়া জেলা সভাপতিদের তালিকা প্রকাশের করেছে রাজ্য বিজেপি । তাতেই মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে নবেন্দু সুন্দর নস্করের নাম দেখে এলাকার কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, দল যাকে জেলা সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে, সেই ব্যক্তিই এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপিকে হারাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, পার্টি বিরোধী কাজের জন্য দলীয় সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় শোকজ করে বহিষ্কারের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকেই যদি জেলার দায়িত্ব বসানো হয়, তাহলে কোন ভরসায় কর্মীরা বিজেপি করবে?জানা গিয়েছে, সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটে কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির ১০ নম্বর আসনে রামনগর গাজীপুরে বিজেপির বিরুদ্ধেই জোড়া পাতা চিহ্নে নির্দল হিসেবে লড়েছিলেন নবেন্দু। তাঁকেই মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। এরই প্রতিবাদে এদিন সল্টলেকে দলীয় দফতরে বিক্ষোভ দেখান কর্মী, সমর্থকেরা। এমনকী রাজ্য নেতৃত্বের ঠিক করা নয়া জেলা সভাপতির কুশপুতুলও দাহ করেন তাঁরা।

বিরোধীদের তরফে অনাস্থা বিতর্কের সূচনা কি

রাহুলের হাত ধরে, জল্পনা, বৈঠক বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে লোকসভায় আলোচনা হবে আর কিছু ক্ষণ পরেই। সূত্রের খবর, বিরোধীদের তরফে সেই অনাস্থা বিতর্কের সূচনা করতে পারেন প্রায় সাড়ে চার মাসের মাথায় সংসদে প্রত্যাবর্তন করা কেরলের ওয়েনাড়ের সাংসদ রাহুল গান্ধী। এমনটাই জানা গিয়েছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সূত্রে।প্রসঙ্গত, এর আগে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

শিক্ষকদের ৫ বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে পাঠানো হোক, শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবে নবান্ন কী বলছে

পাশাপাশি শিক্ষকদের ব্যাপারেও কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিয়েছে। কমিটির সুপারিশ হল, ডাক্তারদের মতই রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের পাঁচ বছর বা সুবিধামতো সময়ের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রামে পাঠানো হোক । শিক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে তোলা দরকার। সেখানে মেধার কমতি নেই। শহরের তুলনায় বুদ্ধিমত্তায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে। সেই মেধার বিকাশের জন্য তাঁদের ছোট থেকে ভাল করে গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু মুশকিল হল, গ্রামের স্কুলে সব শিক্ষক যেতে চান না। তা ছাড়া নিজেদের জেলার স্কুলে, পারলে বাড়ির কাছের স্কুলে পোস্টিং বা ট্রান্সফার পাওয়ার জন্য বহু শিক্ষক প্রথম দিন থেকে চেষ্টা করেন। বাংলায় শিক্ষা পরিকাঠামো ঠিক করতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার বলে মত কমিটির সদস্যদের। কমিটি তাদের সুপারিশে স্পষ্ট করেই জানিয়েছে যে গোটা রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত যথাযথ রয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করে দেখা দরকার। তার পর ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে তা নতুন করে সাজানো তথা রিভাইজ করা দরকার। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত জেলা স্তরে ঠিক রাখার জন্যই শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রামে পাঠানোর সুপারিশ করেছে শিক্ষা কমিটি।

১-ম পাতার পর

মোদীকে কম ভালবাসি না.' শব্দের মারপ্যাঁচে অনাস্থা তর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বেআব্রু করার চেষ্টায় সৌগত

'নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও বিরোধ নেই। আমি ওঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এই তর্কে প্রশ্ন তুলব না, যদিও তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আমি একবারও গুজরাত দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলব না। আমি বিবিসি-র ডকুমেন্টারির কথাও বলব না। বরং জুলিয়স সিজারের ব্রুটাসের মতো বলতে চাই যে মোদীকে কম ভালবাসি না, তবে ইন্ডিয়াকে আরও বেশি ভালবাসি।'

সৌগতবাবুর এই শুরুর খোঁচা মুহূর্তে নজর কেড়ে নেয়। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সৌগতবাবু বলেন, ইনি কেমন প্রধানমন্ত্রী জানি না। দেশের একটি রাজ্য জ্বলছে। কত মানুষ মারা যাচ্ছে। মা বোনেদের ইজ্জত অরক্ষিত হয়ে পড়েছে সেখানে। আর প্রধানমন্ত্রী পাপুয়া নিউ গিনি থেকে শুরু করে কোন কোন দেশে সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সৌগতর কথায়, এও দেখলাম যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর তাঁর স্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে ডিনার খাইয়েছেন। মানে সাহাব লোগ ডিনার দিয়া আর মোদী খুশ হো গয়া।এদিন সৌগত রায়ের বক্তৃতা দেওয়ার আগে অনাস্থা বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে । সিঙ্গুর কাণ্ডে ও বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনে বিজেপির কত অবদান ছিল তা সৌগতবাবুদের স্মরণ করাতে চেষ্টা করেছিলেন নিশিকান্ত। সৌগতবাবু জবাবে বলেন, নিশিকান্তর কথা ধর্তব্যের মধ্যে ধরছি না। উনি মন্ত্রী হতে চান। তাই মোদীকে খুশি করতে মরিয়া। বরং আমি বলতে চাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা। যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদী শেষ করে দিয়েছেন। বাংলায় বিজেপি ভোট সাফল্য পায়নি। তাই একশ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আবাস যোজনার ৮,২০০ কোটি টাকাও আটকে রেখেছে।

১-ম পাতার পর

শুভেন্দু অধিকারীর পশ্চিম মেদিনীপুরের সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট

সভা করবে বিজেপি এবং বেলা ২:৩০ টা থেকে ৭ :৩০ টা পর্যন্ত সভা করবে তৃণমূল। পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তিপূর্নভাবে সভা করতে হবে।

গত ৩ অগাস্ট সাঁওতাল বিদ্রোহ সারদা শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের মাঠে সভা করার অনুমতি চায় বিজেপি। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সভার অনুমতি চায় বিজেপি। অনুমতি দেন কলেজের প্রিন্সিপাল। পরে ৫ অগাস্ট অনুমতি প্রত্যাহার করেন প্রিন্সিপাল। পরে ৬ আগস্ট পিংবনি নবকুঞ্জ গ্রামের মাঠে সভা করার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চায় বিজেপি।

কুন্তল এবং তাপস চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে

কত করে টাকা তুলেছিলেন, চার্জশিটে জানাল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, এই অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ৪জন প্রাথমিক শিক্ষক। চাকরি পাওয়ার জন্য এই ৪ ব্যক্তি কত টাকা করে দিয়েছিলেন, নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কিত চার্জশিটে সেই তথ্য দিয়েছে সিবিআই। এত টাকা কাকে দেওয়া হয়েছিল, সেই তথ্যও দেওয়া হয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাথমিক শিক্ষকপদে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে ৬ বছর ধরে প্রায় কয়েক কোটি টাকা তুলেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডল এবং তৃণমূলের এককালীন যুবনেতা কুন্তল ঘোষ।তবে, তাপস একা নন, কুন্তল ঘোষও চাকরির টোপ দিয়ে প্রায় ৩ কোটিরও বেশি টাকা তুলেছিলেন, তিন জন সূত্রের দ্বারা ৭১ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর থেকে মোট ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বলে জানা গেছে। যদিও এঁদের অধিকাংশই চাকরি পাননি বলে জানিয়েছে সিবিআই।সিবিআইয়ের দাবি, বিভিন্ন সূত্র মারফত অথবা কখনও কখনও এবং ব্যক্তিগত ভাবেও সরকারি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েক কোটি টাকা তুলেছিলেন তাপস মণ্ডল। যে সমস্ত অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কাছে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই চার জনকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। সিবিআই চার্জশিটে জানিয়েছে, এই চার শিক্ষক প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পেতে সরাসরি টাকা দিয়েছিলেন তাপস মণ্ডলকে। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আরও অন্যান্য বহু সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া মোট ৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তাপসের হাত ঘুরে পৌঁছেছিল কুন্তল ঘোষের হাতে।গ্রেফতার হওয়া ৪ অযোগ্য শিক্ষক হলেন- জাহিরউদ্দিন শেখ, সায়গর হোসেন, সিমার হোসেন এবং সৌগত মণ্ডল। সিবিআই জানিয়েছে, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিলেন সায়গর। তিনি ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন প্রাথমিকের শিক্ষকের চাকরির জন্য। জাহিরউদ্দিন এবং সৌগত একেকজন দিয়েছিলেন সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা করে। সিমার হোসেন দিয়েছিলেন ৫ লক্ষ টাকা। চার জনেই অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে চাকরি পান। এ ছাড়াও আসিক আহমেদ নামে এক প্রার্থী ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন তাপসকে। তিনি চাকরি পেয়েছেন কি না জানা যায়নি। তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়নি।তাপস মণ্ডলের এমন আট জন সূত্রের কথা জানা গেছে, যাদের কাজে লাগিয়ে ১৩৬ জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে মোট ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা তোলা হয়েছিল। পাঁচ চাকরিপ্রার্থীর থেকে তিনি নিজে ২৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বলে জানা গেছে। মোট ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা উঠলেও, হিসেব অনুযায়ী মোট ৫.২৩ কোটি টাকা কুন্তল ঘোষের কাছে দিয়েছিলেন তাপস, উদ্দেশ্য ছিল, কুন্তল এইসকল প্রার্থীর চাকরি পাকা করে দেবেন। ২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত চলেছে এই টাকা নেওয়ার কারবার। সিবিআই জানিয়েছে, কিছু কিছু চাকরিপ্রার্থীকে তাপস বা তাঁর সূত্ররা এমনও বলতেন যে, প্রশ্নপত্রে ছ'টি ভুল প্রশ্ন ছিল। হাই কোর্টে আবেদন জানালেই ওই ছ'টি প্রশ্নের প্রাপ্য নম্বর তাঁরা পেয়ে যাবেন। এভাবেই নম্বর বেড়ে যাবে। আরও বহু উপায়ে তাঁরা টোপ ফেলতেন বলে জানা গেছে।

ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর দুর্নীতি বিরোধী

তৃতীয় কর্মীগোষ্ঠীর এবং মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠক ৯ থেকে ১১ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে

নতুন দিল্লি, ৮ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর দুর্নীতি বিরোধী তৃতীয় কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক ৯ থেকে ১১ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে জি-২০-র সদস্য রাষ্ট্রগুলির ১৫৪ জন প্রতিনিধি ছাড়াও আমন্ত্রিত ১০টি দেশের এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকের পর ১২ আগস্ট জি-২০-র দুর্নীতি বিরোধী মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং। এটি এই গোষ্ঠীর মন্ত্রিপর্যায়ের দুর্নীতি বিরোধী দ্বিতীয় বৈঠক। বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টি আলোচনা হবে। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর দুর্নীতি বিরোধী কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশত্যাগী অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নীতি প্রণয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে এই ধরনের অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টিও রয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১৮ সালে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে ৯ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে দুর্নীতি বিরোধী কর্মগোষ্ঠীর প্রথম এবং দ্বিতীয় বৈঠক গুরুগ্রাম এবং ঋষিকেশে অনুষ্ঠিত হয়। জি-২০ গোষ্ঠীর কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে মতৈক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে তিনটি অঙ্গীকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সংগঠনগুলি যাতে স্বাধীন এবং স্বচ্ছ ভাবে দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য একটি নীতি-নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত মীমাংসার ক্ষেত্রে পলাতক অপরাধীকে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় বিচার কাজ সম্পন্ন করার জন্যেও বিশেষ নীতি-নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ওই অপরাধীর সম্পত্তি উদ্ধার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। দুর্নীতি প্রতিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রাদানের জন্য ছয় দফা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরফলে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং এই অপরাধীদের দ্রুত বিচার হবে।

চিত্ত যেথা ভয়যুক্ত', ভোটসন্ত্রাস নিয়ে

ফের রাজ্যকে খোঁচা রাজ্যপালের

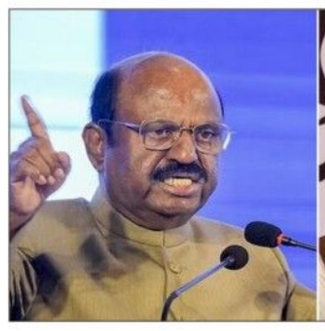

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যকে বিঁধলেন রাজ্যপাল। কবিগুরুর কবিতাকে হাতিয়ার করে সিভি আনন্দ বোসের দাবি, 'চিত্ত এখন ভয়যুক্ত। রাজ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হিংসায় ভরে আছে।' লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল।স্পিকারের মতে, 'রাজ্যপালকে ভাল করে বাংলা শেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ কবিতার লাইন ব্যবহার করার আগে তা বোঝা উচিত।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমি ওঁর সঙ্গে একমত নই। ভারতে এমন অনেক জায়গা আছে সেখানে গিয়ে একথাগুলো বলুন। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য কথাটা মণিপুরে গিয়ে বলুন। এই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি হয়নি যে তিনি এ কথা বলতে পারেন।' রাজ্যপালের মাথা হেঁট প্রসঙ্গে খোঁচা দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসুর খোঁচা, দেখবেন বেশি হেঁট হবেন না, সানগ্লাসটা না খুলে যায়। 'সিভি আনন্দ বোসকে পালটা দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মঙ্গলবার রাজভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস অর্থাত ২২ শ্রাবণের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠান থেকেই বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। বলেন, 'কবিগুরু লিখেছিলেন চিত্ত যেথা ভয়শূন্য। কিন্তু বর্তমানে চিত্ত যেথা ভয়যুক্ত। রাজ্য সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হিংসায় ভরে আছে।' এরপরই তাঁর পরামর্শ, গুরুদেবের নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা উচিত। সিভি আনন্দ বোস আরও বলেন, এখন যা দেখছি, বাংলা আর আগেকার মতো নেই। অনেক দেরি হওয়ার আগে দুর্নীতি শেষ হয়ে যাক, মানুষ সেটাই চাইছে। রাজ্যে যা হচ্ছে তাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।' রাজ্যপালকে পালটা দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

২ পাতার পর

বিরোধীদের তরফে অনাস্থা বিতর্কের সূচনা কি রাহুলের হাত ধরে, জল্পনা, বৈঠক বিজেপির

২০১৮ সালে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টির আনা অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তবে সে প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। সরকারের পক্ষে ভোট দেন ৩২৫ জন সাংসদ। অন্য দিকে, প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছিল মাত্র ১২৬টি।

ইতিহাস বলছে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই নিয়ে ২৮তম অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সংসদে আলোচনা হতে চলেছে। অতীতে দেশের তিন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই, ভিপি সিংহ এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী বিরোধীদের আনা এমন অনাস্থা প্রস্তাবেই গদি হারিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থা প্রস্তাবটি এনেছিলেন জেবি কৃপালণী।তবে রীতি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার কথা লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর। তবে সেই রীতি এ বার ভাঙতে পারে বলে জল্পনা।

এরই মধ্যে মঙ্গলবার বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার আগে সংসদীয় দলের বৈঠক ডেকেছে বিজেপি। সেখানে দলের অবস্থান এবং অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে দলের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। অনাস্থা বিতর্কের সময় কেন্দ্রের তরফে অমিত শাহ, নির্মলা সীতারামণ, স্মৃতি ইরানি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং কিরেন রিজিজু বক্তব্য রাখবেন। সূত্রের খবর, বিতর্কে অংশ নেবেন বিজেপির অন্য পাঁচ সাংসদ। তবে সংসদে প্রত্যাবর্তনের পরের দিনই রাহুলের বক্তৃতা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।প্রসঙ্গত, গত ২৬ জুলাই 'ইন্ডিয়া'র তরফে মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে নোটিস জমা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। সেই সঙ্গে তেলঙ্গানার শাসকদল বিআরএসের হয়ে পৃথক ভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা দিয়েছিলেন লোকসভার সাংসদ নামা নাগেশ্বর রাও। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানান, সেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে মঙ্গলবার (৮ অগস্ট) আলোচনা শুরু হবে সংসদে। ১০ অগস্ট অনাস্থা প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও কার্যত সেই প্রস্তাব পাশের কোনও সম্ভাবনা নেই। বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই মোদী সরকারের পতনের। কারণ, ৫৪৩ সাংসদের লোকসভায় সরকারের পতন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ২৭২ সাংসদের সমর্থন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সাংসদ সংখ্যা ৩৩২। উপরন্তু, ওড়িশার ক্ষমতাসীন বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআরের সমর্থন এনডিএ-এর দিকেই। লোকসভায় এই দু'দলের সাংসদের সংখ্যা ৩৪। অর্থাত, কেন্দ্রের সমর্থনে থাকতে পারেন মোট ৩৬৬ জন। মণিপুরের গত ৩ মে থেকে শুরু হওয়া হিংসা নিয়েই কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল ২৬টি বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'। মণিপুর নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী যাতে সংসদে আসেন, সেই কারণেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে।গত ২০ জুলাই বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে মণিপুরকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিবৃতির দাবিতে বিরোধীদের শোরগোলের জেরে বার বার মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। বিরোধীদের বিক্ষোভে অধিবেশন ক্রমাগত ব্যাহত হয়েছে। বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম থেকেই বিরোধীরা মণিপুর নিয়ে আলোচনার দাবি তুলেছে। তাদের দাবি, গত তিন মাস ধরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুর। হিংসাদীর্ণ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৭০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতও হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। অথচ এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তরফে কোনও বক্তব্য নেই। অন্য দিকে, সরকার সেই আলোচনায় সম্মত হলেও স্পষ্ট করেছে, প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সংসদে কোনও বক্তব্য পেশ করবেন না। সরকারের যুক্তি, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৭ সালেও মণিপুর বড়সড় হিংসার আগুনে জ্বলেছিল। একটি ক্ষেত্রে সংসদে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি এবং অন্য বার 'নামমাত্র' বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাই এ ক্ষেত্রেও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পেশের কোনও কারণ নেই বলেই নাকি মনে করছে সরকার।সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মণিপুর নিয়ে আলোচনা থেকে 'পালিয়ে যাওয়া'র অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, ''মণিপুরের পরিস্থিতি এবং সেখানে সরকার কী পদক্ষেপ করছে, তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অনাস্থা প্রস্তাব এনে শক্তি প্রদর্শন করা নয়।''

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১৯ সংখ্যা ০৯ আগস্ট, ২০২৩ বুধবার ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

উঠে যাবে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা! ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পথে রাজ্য

উচ্চশিক্ষার আদলে এবার স্কুল স্তরেও সেমিস্টার সিস্টেম? সম্প্রতি এমনই ভাবনা-চিন্তায় রাজ্য সরকার। এবার বাংলায় নয়া শিক্ষানীতি আনার পথে নবান্ন। প্রসঙ্গত কোভিড পরিস্থিতিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একাদশ-দ্বাদশে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করার কথা জানায়।জানা যাচ্ছে বৈঠকে স্থির হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় কলেজের সেমিস্টার সিস্টেমে যেমন ছয় মাস অন্তর দুটি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, স্কুলের ক্ষেত্রেও তেমন করা হবে। অর্থাত বার্ষিক পরীক্ষার বদলে বছরে দুটি করে পরীক্ষা হবে বলে খবর। এবার রাজ্যের এহেন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বোর্ডের অস্তিত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

কলেজের ন্যায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে সেমিস্টার সিস্টেমে পঠনপাঠন চালু হলে সেক্ষেত্রে বোর্ড পরীক্ষা অস্তিত্ব কি থাকবে সেই নিয়ে শিক্ষা মহলের একাংশে চ□চা শুরু হয়ে গিয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষার বদলে বছরে দুটি পরীক্ষা হলে বোর্ড পরীক্ষার কোনও গুরুত্ব থাকবে না। এই সেমিস্টার সিস্টেমের দরুন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উঠে যাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পথে রাজ্য।পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না হলেও বর্তমানে স্কুল স্তরে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করার পথে নবান্ন।

কেন্দ্র সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অক্ষরে অক্ষরে মানতে আগ্রহী নয় রাজ্য শিক্ষা দফতর। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পৃথকভাবে রাজ শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করল নবান্ন । সেই প্রস্তাবিত খসড়ায় একাধিক বিষয়ের পাশাপাশি এবার থেকে অষ্টম শ্রেণি থেকেই সেমিস্টার চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে কমিটির সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে রাজ্য।

সূত্রের খবর সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজ্য শিক্ষা কাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের নীতি স্থির হয়েছে। এবার তিন বছর সময় নিয়ে ধাপে ধাপে স্কুল স্তরেও সেমিস্টার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন শুরু করবে রাজ্য। এমনটাই জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এমসিকিইউ টাইপ কোয়েশ্চেন অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে রাজ্য।পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না হলেও বর্তমানে স্কুল স্তরে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করার পথে নবান্ন।

কেন্দ্রের বিরোধিতায় হুইলচেয়ারে

সংসদে মনমোহন, ভাইরাল 'নবতিপর' নেতার ছবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লি অধ্যাদেশ বিল নিয়ে তরজা চলছিল রাজ্যসভায়। রাজ্যসভার সোমবার আলোচনা ও ভোটাভুটির জন্য ওঠে গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটোরি অফ দিল্লি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৩। রাজ্যসভায় দিল্লি অধ্যাদেশ বিল পাশ রুখতে তাই সমস্ত সাংসদদের পাশে চেয়েছিল বিরোধী জোট ইন্ডিয়া।দীর্ঘ বিতর্কের পরে সোমবারদিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল রাজ্যসভাতেও অনুমোদন পেয়েছে। এই বিল আইনে পরিবণত হলে, দিল্লির আমলাতন্ত্রে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হবে। ৩ অগাস্ট লোকসভায় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে পাশ হয়েছে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল। এদিকে রাজ্যসভায় দিল্লি সার্ভিসেস বিল পাশ হয় ১৩১-১০২ ভোটের ব্যবধানে। দিল্লি সার্ভিসেস বিল নিয়ে রাজ্যসভায় প্রায় ৬ ঘণ্টার আলোচনা হয়।

তবে বিরোধী দলনেতারা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আসায় ধন্যবাদ ।যেখানে জানিয়েছেন, সেখানেই বিজেপির তরফে কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই শরীর নিয়েও মনমোহন সিংকে সংসদে টেনে নিয়ে আসার জন্য কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির।অশক্ত শরীরে হুইলচেয়ারে বসে সংসদে প্রবেশ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সোমবার নবতিপর মনমোহন সিংয়ের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর আগে হুইলচেয়ারে করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। মাথায় সেই পরিচিত নীল পাগড়ি। টুইটে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এমনটাই লিখেছেন আপ সাংসদ রাঘব চড্ডা। তিনি বলেন, "আজ রাজ্যসভায় ড. মনমোহন সিং সততার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রে অর্ডিন্যান্সের ভোট দিতে এসেছিলেন। গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি তাঁর এই অটল বিশ্বাস অনুপ্রেরণা জোগায়।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

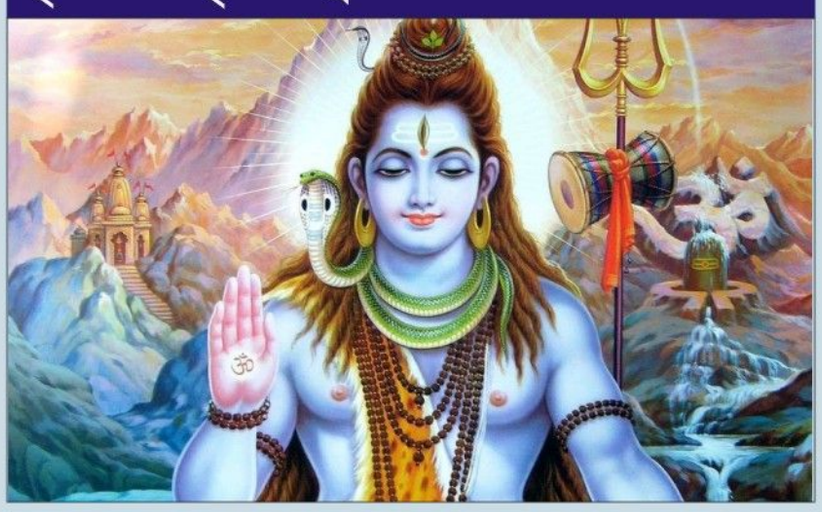

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। আর না জেনে আমরা এটাকেই মনে করে আসছি গনেশের বউ। নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা।এদিকে আমার মত গবেষকদের মতে, "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই প্রকৃতি রূপিনী শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ... বলাবাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে। তবে অনেক পুরাণ বিশেষজ্ঞের মতে দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই। ... নবপত্রিকা দুর্গাপূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে। ... বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে ।তবে উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ না থাকলেও, সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপূজার নির্দেশ রয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ রয়েছে - "বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।" মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর দোলাতে বা পাল্কীতে চাপিয়ে পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে পুরনারীদের দিয়ে বরণ করানোর পর নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাঠে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। অন্যদিকে চন্দননগরের মণ্ডলবাড়িতে অবশ্য বোধন হয় প্রতিপদে। তখন থেকেই প্রতিদিন দেবীর পুজো হয়, রোজ হয় সন্ধ্যারতি। সকালে ভোগ, রাতে শীতল। বাড়ির নিয়ম তেমনই। তবে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুজো শুরুর তিথিতে নয়, মণ্ডলবাড়ির পুজোয় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা বিরল। এমন রীতি আমার অন্তত জানা ছিল না। মহাসপ্তমীর পুজোর সময় এই বাড়িতে জ্বলে হোমাগ্নি, তা নির্বাপিত হয় মহানবমীতে, এটাই রীতি। সাধারণ ভাবে নবপত্রিকা, মানে যাকে কলাবউ বলা হয়, তিনি হলেন দেবী দুর্গা। তবে এই বাড়িতে নবপত্রিকাকে যে নিয়মে পুজো করা হয়, তাতে তিনি দেবী দুর্গা নন, তিনি গণেশের স্ত্রী, মানে দেবী দুর্গার পুত্রবধূ। এটিও এই বাড়ির পুজোর আরেক বৈশিষ্ট্য।হঠাৎ করে নবপত্রিকার পুজো প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মন্ডলবাড়ী কথা উল্লেখ করলাম কেন? মন্ডল বাড়ির পূজার নবপত্রিকা কে যেভাবে গণেশের স্ত্রীরূপে পূজা করা হয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের এমনই পূজা হয়না । তাই মন্ডল বাড়ির কথাটি এই লেখাতে উল্লেখ করলাম এবং তার বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি। ১৭৪১ সালে তৈরি হয় মণ্ডলবাড়ি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই আঙিনা, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান, তা পেরিয়ে ঠাকুরদালান। এখানেই দেবীপক্ষে টানা দশ দিন পুজিতা হন দেবী দুর্গা, পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। নেলিনের কথায়, "পুজো আগেও হত, তবে এই ভাবে প্রতিমা পুজো শুরু হয় ১৮২৫ সালে। তার আগে হত ঘটপুজো। সেই হিসাবে এই পুজো ১৯৩ বছরের পুরোনো। এই পুজো মোটেই ৩০০ বছরের পুরোনো নয়।" তিনি জানালেন এই রাজ্যে সবমিলিয়ে দশটি বাড়িতেও প্রতিপদে পুজো শুরু হয় না। এক সময় এই বাড়ির পুজোয় এক হাজার পুরোহিত আসতেন। পুজোর ব্যাপ্তিও ছিল ব্যাপক। সময়ের সঙ্গে সেই জৌলুস কমেছে। সময় বোঝানের জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার: ১৭৩০ সালে চন্দননগরের গভর্নর নিযুক্ত হন যোশেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে। যাক এসব কথা, সেই বাড়িতে আমার মত লেখোকের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো অনেক ছোটবেলাতে।মণ্ডলবাড়িতে ঢোকার মুখে জানলার দিকে তাকালে চোখে পড়বে দাড়িওয়ালা মুখ - বাড়িটিতে ইউরোপের একাধিক দেশের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য হারালেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এই বাড়ির। স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পুজোরও।মূল আঙিনায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের ফল, ফলের থোকা। এমন রীতি আগে কখনও দেখিনি। এমন কেন? নেলিন মণ্ডল শোনালেন এই রীতির নেপথ্যকথা:তবে দুগ পুজোর কয়েকটি সঙ্গে মিল রয়েছে মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলের, এমনকি আবিসিনিয়া (সাবেক ইথিয়োপিয়া সাম্রাজ্য) এবং অধুনা আফগানিস্তানের প্রাচীন কয়েকটি রীতির। তারই মধ্যে একটি হল এই ফল ঝুলিয়ে রাখা। এই সময় অনেক আত্মা মর্ত্যে নামে, অশুভ আত্মাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, তাই আগেই খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। যদি দড়ি থেকে কোনও ফল পড়ে যায় তা হলে ধরে নেওয়া হয়, আত্মা সেই ফল গ্রহণ করেছে, ফল বেঁধে নতুন করে সেই জায়গায় তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর শুভ আত্মার জন্য তো নানাবিধ ভোগের আয়োজন করা হয়েই থাকে। সব আত্মাকে ফেরালে চলবে কেন! এই হচ্ছে মন্ডল বাড়ির ইতিহাস। একথা বলার সাথে সাথে প্রাচীনকালের মায়ের আরাধনা বহু ইতিহাস রয়ে গেছে, যা লিখলে রামায়ণ ও মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে দুর্গাপূজার সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত, তার উৎস বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ ইত্যাদি। শিব আর ব্রহ্মার বরে কোনো পুরুষের অজেয় ও ত্রিলোকবিজয়ী এই মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় আবির্ভূতা তাঁদেরই সম্মিলিত তেজসম্ভূতা দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় সে। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার মানসে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, সেই থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা হয়, এমন উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আবার তারও আগে বসন্তকালে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের সৌভাগ্যকামনায় দুর্গাপূজা করেছিলেন, এ রকম পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাঙালি কবি কালিদাস তাঁর রামায়ণে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও প্রাচীনতর মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালই দুর্গাপূজার সময় বলে উল্লিখিত। আবার বাল্মিকী রামায়ণে কিন্তু কোথাও রাম দুর্গার আরাধনা করেছিলেন বলে পরিষ্কার উল্লেখ নেই!এদিকে দুর্গাপুজোর পৌরাণিক পটভূমি যা-ই হোক, এর ইতিহাস যে বেশ প্রাচীন, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দ্বাদশ শতকে বারেন্দ্রীতে দুর্গাপূজার সবচেয়ে পুরানো উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দুর্গা আরাধনার তত্ত্ব ও দুর্গামূর্তির রূপকল্পনা - সব কিছুতেই অনেক বিবর্তন হয়েছে। দেবী দুর্গার আরধনার মধ্যে কৃষি নির্ভর সমাজের পৃথিবীকে অর্থাৎ ভূমিকে ফলে-শস্যে সম্পদবতী করে তোলার প্রার্থনাই রূপায়িত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে পূজার সময়ে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে সুসজ্জিতা নবপত্রিকার [যা আদতে ন... রকম ফল সমেত শাড়ি পরানো একটি কলাগাছ] স্থাপনাতে সেই চিন্তাই অভিব্যক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিকেরা আবার দুর্গাপূজার মধ্যে অন্য একটি রূপকের সন্ধান পান। বহিরাগত আর্যরা অনার্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা হলে এটা খুবই সম্ভব যে, কৃষিপারঙ্গম আর্যরা এসে আদিম বঙ্গভূমির এমন কোনো সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যার কুলপ্রতীক বা টোটেম ছিল মহিষ। শস্যশালিনী পৃথিবীস্বরূপা দুর্গার হাতে মহিষাসুরের নিধনের মধ্যে কি রূপায়িত হয়েছে কৃষিকুশল আর্যদের কাছে আদিম বাংলার কৌম সমাজের নতিস্বীকারের ঘটনা? নবপত্রিকার পূজার মধ্যেও কি সেই কৃষিপরায়ণ আর্যদেরই আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত? অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্গার মহিষাসুর নিধন আর রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করার কাহিনী, এ দুয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মহিষাসুর ও রাবণ - দু'জনের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে শিবের বরপ্রাপ্তি-যে শিব মূলত অনার্য দেবতা। অর্থাৎ এমনটা হতেই পারে যে, দুর্গাপূজার প্রচলনের মধ্য দিয়ে অনার্যদের পরাভবের কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। আমরা দেবী দুর্গার পুজার সময়ে নির্মিত আধুনিক মূর্তির যে বিবরণ শুরুতেই উপস্থিত করেছি, তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রের বর্ণনা। এই সব পুরাণ, শিল্পশাস্ত্র ও ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেবী দশভুজা ও দশপ্রহরণধারিনী, সিংহবাহিনী তথা অসুরবিনাশিনী। আবার হেমাদ্রির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বিংশতিভুজা আবার শিল্পরত্নের কল্পনায় তিনি ত্রিনয়নী, জটাজুটসংযুক্তা, নীলকমলসদৃশ তাঁর চোখ, তিনি পীনোন্নতপয়োধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রের বর্ননায় আবার তিনি তপ্তকাঞ্চণবর্ণা, তাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো -- তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র, তাঁর হাতে নানা আয়ুধ ও ঘন্টা, তাঁর অস্ত্রে নিপাতিত অসুর।ঠিক একই প্রথা মেনে সর্বাগ্রে নবপত্রিকা বিসর্জনের পরই দেবী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্তি বিসর্জন হয়ে থাকে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

স্বস্তিকার এমন ব্যবহার দেখে বেজায় খুশি ভক্তরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্বস্তিকা মুখার্জী, প্রথম থেকেই তিনি বোল্ড লুকে দর্শক মনে ঝড় তুলে এসেছেন। তার লুক থেকে শুরু করে অভিনয়, স্বস্তিকা বারবার খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন। ভক্তদের যেমন ভালবাসা দেন, শ্রদ্ধা করেন, তেমনই ভুল কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও কোনওদিন পিছপা হননি স্বস্তিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবরই সক্রিয় তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার নিত্য উপস্থিতি। মাঝে মধ্যে ছবি শেয়ার করে থাকেন তিনি। এবার সবুজ পোশাকে, সবুজ লিপস্টিক ঠোঁটে এক অন্যস্বাদের লুক শেয়ার করলেন তিনি। স্বস্তিকার সেই পোস্ট দেখা মাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলের ঝড়। তারই মাঝে এক ভক্ত লিখে বসলেন, 'দিদি ভয় পেয়ে গিয়েছি। তুমি কিন্তু আমার প্রিয়।' অনেকেই আছেন যারা ট্রোল্ড এড়িয়ে চলেন। স্বস্তিকা যে সেই তালিকাতে পড়েন না, তা এবার প্রমাণিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের কমেন্ট যে তিনি পড়েন, এবার তা দেখেই বেজায় খুবশি ভক্তরা। না, কেবল পড়েনই না, দিয়ে বসলেন তার উপযুক্ত উত্তরও। পোস্ট দেখা মাত্রই স্বস্তিকা লিখলেন, 'মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া ভাল।' তা দেখা মাত্রই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা তুঙ্গে। যদিও স্বস্তিকার জবাবে কোনও কড়া ভাষা ছিল না। তাই ভক্ত বেজায় খুশি হলেন স্বস্তিকা তার কমেন্টের উত্তর করেছেন দেখে। তিনি পাল্টা লিখলেন, 'ম্যাম আপনি রিপ্লাই দিয়েছেন? এমন ভয় আমরা সব সময় পেতে চাই।'

অপর একজন আবার স্বস্তিকাকে সমর্থন কের লিখলেন, 'ম্যাম আপনার রিপ্লাই গুলো দারুণ লাগে। আমাকে সবাই ট্রোল্ড করে, কিন্তু কিছুই বলতে পারি না।' তবে স্বস্তিকা পারেন। তিনি চাইলে যে ঠিক কী কী করতে পারেন, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে স্বস্তিকা একাধিক ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

রণবীর-আলিয়ার এমন সারপ্রাইজে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সদ্য মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিং ও আলিয়া ভাটের ছবি রকি অউর রানি কি প্রেম কাহিনি। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল সেই ছবির খবর গত কয়েক মাস থেকেই। কারণ বেশ কয়েকটি চমক জুড়ে রয়েছে ছবির সঙ্গে। যার মধ্যে অন্যতম হল ৭ বছর পর পরিচালনাতে ফিরলেন করণ জোহর। শুধু তাই নয়, ছবিতে রণবীর সিং ও আলিয়া ভাটের জুটিও দর্শক মনে কৌতুহলের পারদ তুঙ্গে তুলেছিল। বর্তমানে আলিয়া ভাট ও রণবীরের এই ছবি রমরমিয়ে চলছে বক্স অফিসে। সকলকে তাক লাগিয়েছে ছবির গান থেকে শুরু করে গল্প। বহুদিন পর নির্ভ্যাজাল প্রেমে গল্প নিয়ে ছকে বাঁধা করণ জোহরের উপস্থিতি। যেখানে গান, গানের উপস্থাপনাতে পরতে পরতে ধরা দিল খুব চেনা ছবি। এই ছবি বর্তমানে ৭০ কোটির বেশ ব্যবসা করে ফেলেছে। এই সপ্তাহেই ছবি ১০০ কোটির ব্যবসা করার সম্ভাবনা দেখছেন সিনে বিষেশজ্ঞরা। রণবীর ও আলিয়াও ভক্তদের এই উচ্ছ্বাসে বেজায় খুশি। সকলের মুখেই হাসি। তাই ভক্তদের সারপ্রাইজ দিতে এবার তারা হাজির হলেন প্রেক্ষাগৃহে। ছবি তখন শেষের মুখে। হঠাৎই সিনেমাহলে ঢুকলেন এই জুটি। দেখা মাত্রই প্রেক্ষাগৃহে উত্তেজনার পারদ ওঠে তুঙ্গে। পর্দার স্টারদের চোখের সামনে দেখে ভক্তরা ঠিক কী করবেন যেন বুঝতেই পারছিলেন না। সকলের মুখে সেই হাসি দেখে বেজায় খুশি স্টার জুটিও তারাও হাসি মুখে সকলকে জানালে ধন্যবাদ। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই তা সকলের নজর কাড়ল। সকলেই এক কথায় গেলেন চমকে। এও সম্ভব। সম্প্রতি মুম্বাই শহরে এমনই এক চমকে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন রকি অউর রানি।

বাবা ও ছেলে দুজনেরই নায়িকা ছিলেন তারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বয়স নয়, স্টারডমই আসল্ভবিষয়টা ভারতের দক্ষিণী সিনেমায় স্পষ্ট। তামিল-তেলুগু ইন্ডাস্ট্রির নায়কেরা বার্ধক্যে চলে গেলেও নায়ক চরিত্র ছাড়েন না। রজনীকান্ত থেকে শুরু করে চিরঞ্জীবী, নাগার্জুনা, নান্দামুরি বালাকৃষ্ণ সবার ষাটের গণ্ডি পেরিয়েছেন বহু আগে। কিন্তু এখনও নায়কের ভূমিকায় বড় পর্দায় হাজির হন দিব্যি। ওদিকে তাদের ছেলেরাও ইতোমধ্যে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন।

ফলে বেশ কিছু নায়িকার ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম নজির তৈরি হয়েছে। তা হলো, বাবা ও ছেলে দুজনের সঙ্গেই নায়িকা হিসেবে কাজ করেছেন তারা। দক্ষিণের সেই সুন্দরীদের মজার এই কাকতাল জেনে নেওয়া যাক...

শ্রুতি হাসান: ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'ইয়েভাড়ু' সিনেমায় রাম চরণের নায়িকা হয়েছেন তিনি। এরপর চলতি বছরের 'ওয়াল্টার ভিরাইয়া' সিনেমায় রাম চরণের বাবা চিরঞ্জীবীর সঙ্গে দেখা গেছে তাকে। বাবা-ছেলে দুজনের সঙ্গেই শ্রুতির রসায়ন দর্শক পছন্দ করেছে। ফলে দুটি সিনেমাই বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছে।

কাজল আগারওয়াল: তেলুগু সিনেমা 'খিলাড়ি নম্বর ১৫০'-এ চিরঞ্জীবীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন কাজল। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পায়। অন্যদিকে রাম চরণের সঙ্গে তার একাধিক সিনেমা; যেমন- 'মাগাধিরা', 'নায়ক', 'গোবিন্দুদু আন্দারি ভাডেলে'। বাবা-ছেলে উভয়ের সঙ্গেই নায়িকা চরিত্রে সফল তিনি।

তামান্না ভাটিয়া: 'বাহুবলী' খ্যাত এই নায়িকাও রাম চরণ ও তার বাবা চিরঞ্জীবীর বিপরীতে কাজ করেছেন। ২০১২ সালে মুক্তি পায় রাম ও তামান্নার 'রাচা' ছবিটি। তবে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে এটি। অন্যদিকে চিরঞ্জীবীর সঙ্গে তামান্নাকে দেখা যাবে 'ভোলা শঙ্কর' সিনেমায়। এটি মুক্তি পাচ্ছে আগামী ১১ আগস্ট।

রাকুল প্রীত সিং: ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'মান্মাধুদু'...সিনেমায় নাগার্জুনার সঙ্গে দেখা যায় রাকুলকে। কিন্তু ছবিটি সাড়া জাগাতে পারেনি। এরপর ২০১৭ সালে নাগার্জুনার পুত্র নাগা চৈতন্যের সঙ্গে 'রারান্দোই ভেডুকা ছুধাম'-এ কাজ করে সাফল্য পান। ছবিটির বক্স অফিস কালেকশন বাজেটের চেয়ে দ্বিগুণ।

রাতি অগ্নিহোত্রী: ১৯৮২ সালে মুক্তি পাওয়া 'কালিযুগ রামুডু' সিনেমায় এনটি রামা রাওয়ের সঙ্গে কাজ করেন এই অভিনেত্রী। এর দুই বছর পর তার পুত্র নান্দামুরি বালাকৃষ্ণের সঙ্গে কাজ করেন রাতি। ছবির নাম 'শ্রীমাদ্ভিরাট ভীরাব্রহ্মান্দ্র স্বামী চরিত্র'। বাবা এনটি রামা রাওয়ের সঙ্গে ব্যর্থ হলেও ছেলে নান্দামুরির সঙ্গে রাতির রসায়ন দর্শকের মন জয় করেছিল।

দলবদল নিয়ে যা বললেন মিমি চক্রবর্তী!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সদ্য প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার সাংসদ নুসরাতসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত এবং বর্তমান কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বিক্রির নাম করে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। শুধু নুসরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার। এই খবর সামনে উঠে আসতেই ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। নুসরাতের বিরদ্ধে তদন্তে নেমে অভিযোগের সত্যতাও খুঁজে পেয়েছে কলকাতা পুলিশ। প্রসঙ্গত ২০১৯ সালে নুসরাতের সঙ্গে সঙ্গে টলিউডের আর এক ডিভাও রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছিলেন। তিনি মিমি চক্রবর্তী।

মিমি ও নুসরাত দুই নায়িকাই একে-অপরকে 'বনুয়া' বলে সম্বোধন করেন। তাদের মধ্যে একসময় সম্পর্কও ছিল বেশ গাঢ়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কখনও ফিকে হয়েছে, কখনও আবার হয়েছে রঙিন। তবে প্রতারণার অভিযোগে নুসরাত বিদ্ধ হলেও মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও অভিযোগ কখনও ওঠেনি। শুধু প্রতারণার অভিযোগই নয়, পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ-কাণ্ডেও উছেঠিল নুসরাত জাহানের নাম। অতীতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলতেও দেখা যায় মিমি চক্রবর্তীকে। মিমি চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কোথাও গিয়ে কি রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে আপনার ভয় হয় না যে, জামায় কালি লেগে যাবে?" বিন্দুমাত্র না ভেবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন মিমি চক্রবর্তী, "ভয় তো তাদের হবে, যারা দুর্নীতিটা করেছে। আমার ভয় কীসের জন্য হবে? আমি তো কোনও দিন দুর্নীতি করিনি। আমি এর অংশও নই।" এরপর মিমির সংযোজন, "আমি এই দলে এসেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণে। আর এই দলেও ততদিন থাকব, যতদিন উনি আমায় চাইবেন।" এরপর দলবদল প্রসঙ্গ টানলে মিমি হাসি মুখে বলেন, "এর উত্তর সময় দেবে। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবেই ঠিক সময় এর উত্তর পাওয়া যাবে।"

বিশ্বকাপে ভারতকে

নিয়ে ওয়াসিম আকরামের ভবিষ্যদ্বাণী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। ৫ অক্টোবর শুরু হতে চলেছে টুর্নামেন্ট। এর আগে ২০১১ সালে ভারতে হয়েছিল বিশ্বকাপ। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। আরও একবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ফেভারিট ধরা হচ্ছে ভারতকে। তবে পাকিস্তানের সাবেক কিংবদন্তি সঙ্গে অন্য কিছুও বলছেন। সাবেক পাক পেসার ওয়াসিম আকরামের পর্যবেক্ষণ অন্য। শেষ বার ২০১৩ সালে আইসিসির কোনও ট্রফি জিতেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। সে বার মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়। এর পর থেকে আইসিসি টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল অবধি গিয়েই দৌড় থেমেছে ভারতের। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথাই ধরা যাক। দলগত শক্তি হোক কিংবা পারফরম্যান্স, ফেভারিট ছিল ভারতই। সেমিফাইনাল অবধি অপ্রতিরোধ্য ভারত। কিন্তু সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৃষ্টি এবং ম্যাচ রিজার্ভ ডে-তে গড়ানো ভারতের জন্য নেতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছিল ভারত। অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ হয়েছে। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জিততে পারলে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য দারুণ একটা মুহূর্ত হবে। তবে এ বারের বিশ্বকাপ অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য কঠিন পরীক্ষা বলেই মনে করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার ওয়াসিম আকরাম। বলেন, 'এটা ঠিক, ভারতীয় দলে মোহাম্মদ সামির মতো পেসার রয়েছে। স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে সামি। তবে বুমরাকেও পুরো ফিট থাকতে হবে। বুমরার ফিটনেস কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, সে বিষয়ে আমার পূর্ণ ধারনা নেই। তবে সে যদি ফিট থাকে অনেকটা পার্থক্য গড়ে দেবে।'

ভারতীয় দলে দক্ষ অলরাউন্ডার থাকাটাকে অনেক বেশি ইতিবাচক ধরছেন আক্রম। বলছেন, 'ভারতীয় দলে অশ্বিন-জাডেজার মতো দক্ষ স্পিনার এবং অলরাউন্ডার রয়েছে। কাকে খেলানো হয়, দেখা যাক। ২০১১ সালে ভারত জিতেছিল। এ বার কিন্তু বাড়তি চাপ থাকবে।'

মাইলফলকের সামনে ভারতীয় ৭ ক্রিকেটার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে ভারত। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ত্রিনিদাদেই মুখোমুখি হবে দুইদল। টেস্টে এবং এক দিনের সিরিজ জেতার পর ২০ ওভারের সিরিজ নিয়েও আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় শিবির। টি-২০ সিরিজে খেলবেন না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পাণ্ড্য। এখনও পর্যন্ত দুইদল ২৫টি টি-২০ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে ১৭টি ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে সাতটি। ২০০৯ সালের একটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে একাধিক মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সাত জন ক্রিকেটার রয়েছেন এই তালিকায়।

সঞ্জু স্যামসন: ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের দরকার আর ২১ রান। তা হলেই সঞ্জু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ছয় হাজার রান পূর্ণ করবেন। ভারতের ১২তম ক্রিকেটার হিসাবে এই মাইলফলক স্পর্শ করবেন সঞ্জু।

হার্দিক পান্ডিয়া: ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক হার্দিক। তার দরকার দুটি উইকেট। তা হলে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ১৫০টি উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি। হার্দিক হবেন ভারতের প্রথম ক্রিকেটার, যিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৫০টি উইকেট এবং চার হাজার রানের মালিক হবেন।

যুজবেন্দ্র চাহাল: এক দিনের সিরিজে খেলার সুযোগ পাননি চহাল। ভারতীয় দলের লেগ স্পিনারের দরকার ৯টি উইকেট। তা হলে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০০ উইকেট নেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি। ভারতের প্রথম পুরুষ ক্রিকেটার হিসাবে এই কীর্তি গড়বেন তিনি। আরশদীপ সিং: চাহালের মতো আরশদীপেরও দরকার ৯টি উইকেট। তা হলে ভারতের পঞ্চম জোরে বোলার হিসাবে টি-২০ ক্রিকেটে ৫০ উইকেট নেওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করবেন আরশদীপ। তরুণ বাঁহাতি জোরে বোলারের আগে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার, যশপ্রীত বুমরাহ ও হার্দিক পান্ডিয়া।

কুলদীপ যাদব: আরও চারটি উইকেট প্রয়োজন কুলদীপের। তা হলেই বাঁহাতি স্পিনারের আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ৫০টি উইকেট হবে। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ৫০টি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি দ্রুততম ভারতীয় বোলারও হতে পারেন। যুজবেন্দ্র চাহাল ৩৪টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৫০ উইকেট নিয়েছেন। তার ভারতীয় রেকর্ড ভাঙতে পারেন কুলদীপ। বাঁহাতি স্পিনার এখনও পর্যন্ত খেলেছেন ২৮টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

অক্ষর প্যাটেল: বাঁহাতি অলরাউন্ডারের প্রয়োজন আরও ৮০ রান। টি-২০ ক্রিকেটে তা হলে ২৫০০ রান পূর্ণ হবে অক্ষরের। এই মাইলফলক স্পর্শ করতে পারলে রবীন্দ্র জাডেজার পর দ্বিতীয় ভারতীয় স্পিনার-অলরাউন্ডার হিসাবে অক্ষর টি-২০ ক্রিকেটে ২৫০০ রান এবং ১৫০ উইকেটের মালিক হবেন।

সূর্যকুমার যাদব: মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ রয়েছে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়কেরও। সূর্যকুমারের দরকার আরও ৩২৫ রান। তা হলে চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে টি-২০ ক্রিকেটে ২০০০ রান পূর্ণ করবেন তিনি। এর আগে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছেন কোহলি, রোহিত এবং লোকেশ রাহুল।

প্রথম হ্যাটট্রিক, মেসিকে দলে ভেড়ানোর

সুফল হাতেনাতেই পেলেন মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসিকে দলে ভেড়ানোর সুফলটা হাতেনাতেই পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। গেল মৌসুমেই একটি জয় বাগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে থাকা মায়ামি মেসিকে দলে টানার পর চলতি মৌসুমে টানা জয়ে রীতিমতো উড়ছে। লিগস কাপে শেষ বত্রিশের ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ হারিয়েছে মায়ামি।

সম্ভাবনা ছিল হ্যাটট্রিকের। কিন্তু সেটি হয়নি। গোলের হ্যাটট্রিক না করলেও হ্যাটট্রিক জয় ঠিকই বাগিয়ে নিয়েছেন মায়ামি অধিনায়ক লিওনেল মেসি। মায়ামির ৩-১ ব্যবধানে জয়ে জোড়া গোলই তার। মায়ামির হয়ে অভিষেকের পর তিন ম্যাচের প্রতিটিতেই গোল পেয়েছেন আর্জেন্টাইন এই তারকা। শেষ দুই ম্যাচে জোড়া গোল করায় মায়ামির হয়ে এখন পর্যন্ত তার মোট গোল ৫।

কিছুদিন আগে মায়ামিতে আঁকা মেসির দেয়ালচিত্র নষ্ট করা হয়েছিল। সে সময় ইন্টার মায়ামির সমর্থকরা অভিযোগ তুলেছিল, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল অরল্যান্ডো সিটির সমর্থকেরা এই কাজ করেছে। সেই জবাবটা জয় দিলেই দিলো মেসিরা।

এই ম্যাচে মেসিকে দেখা যায় এক অচেনারূপে। অরল্যান্ডোর ফুটবলারকে ফাউল করে দেখেছেন হলুদ কার্ড। পাশাপাশি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ফাউল করতে দেখা গেছে তাকে বেশ কয়েকবার। ম্যাচের পুরো সময়টাতেই তিনি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মেসির দেয়ালচিত্র নষ্ট করার পরিণাম কতোটা ভয়াবহ।

ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে মায়ামি। আগের ম্যাচে মেসি গোল করিয়েছিলেন মায়ামির আক্রমণভাগের তরুণ তুর্কি রবার্ট টেলরকে দিয়ে। মেসির সেই দেনা অরল্যান্ডোর বিপক্ষে ম্যাচের সপ্তম মিনিটেই শোধ করে দেন রবার্ট। বাঁ দিক থেকে রবার্টের বাড়ানো চিপশট দৌড়ে গিয়ে বক্সে ঢুকে বুক দিয়ে নামিয়ে বাঁ পায়ের সাইডভলির মাধ্যমে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন লিও।

গোল হজম করে ১০ মিনিটের মাথায় সমতায় ফেরে অরল্যান্ডো। সিজার আরাউহোর গোলে প্রথমার্ধের আগ পর্যন্ত ম্যাচে টিকে থাকে অরল্যান্ডো।

বিরতি থেকে ফিরে নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করে মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অরল্যান্ডোর বক্সে ফাউলের শিকার হন জোসেফ মার্তিনেজ। সেখান থেকে মার্তিনেজকে দিয়েই গোল আদায় করে নেন মেসি। ৭২তম মিনিটে ডান পায়ের সাইডভলিতে ব্যবধান বাড়ান মেসি। আর তাতেই লিগস কাপের শেষ ষোল নিশ্চিত হয় ইন্টার মায়ামির।

বিশ্বকাপে সম্ভাব্য

অধিনায়কদের নাম জানিয়ে দিল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা শুরুর ৬৪ দিন আগে পোস্টার প্রকাশ করল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি। এক দিনের বিশ্বকাপের ট্রফির সঙ্গে পোস্টারে দেখা যাচ্ছে অংশগ্রহণকারী দলগুলির সম্ভাব্য অধিনায়কদের।

এখনও কোনও দেশই এক দিনের বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেনি। দল ঘোষণা করার সময়ও আসেনি। তবে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে কারা নেতৃত্ব দিতে পারেন তার আভাস পাওয়া গেল মঙ্গলবার। আসন্ন বিশ্বকাপ উপলক্ষে এ দিন আইসিসি বিশেষ একটি পোস্টার প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বিশ্বকাপের দামামা বাজিয়ে দিল। পোস্টারে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে দেখা যাচ্ছে রোহিত শর্মাকে। পাকিস্তানে অধিনায়ক বাবর আজম। কিন্তু তারা আছেন ট্রফি থেকে একটু দূরে। বিশ্বকাপ ট্রফির দুদিকে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স এবং ইংল্যান্ডের জস বাটলার। অস্ট্রেলিয়া সব থেকে বেশি পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। আর ইংল্যান্ড গত বারের চ্যাম্পিয়ন। সম্ভবত সে কারণেই কামিন্স এবং বাটলার জায়গা পেয়েছেন ট্রফির দুদিকে। কামিন্সের পাশে আছেন রোহিত আর বাটলারের পাশে বাবর।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হিসাবে রয়েছেন টেম্বা বাভুমা। বাংলাদেশের সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসাবে আইসিসির পোস্টারে জায়গা পেয়েছেন তামিম ইকবাল। যদিও কয়েক দিন আগে তিনি এক দিনের অবসর ভেঙে ফিরেছেন। আপাতত বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। তামিম এক দিনের বিশ্বকাপ খেললেও, তার নেতৃত্ব দেওয়া নিশ্চিত নয়। আফগানিস্তানের হাসমতুল্লাহ শাহিদি, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা, নিউজিল্যান্ডের টম লাথাম, জিম্বাবুয়ের ক্রেগ ইভান্সকে দেখা যাচ্ছে আইসিসির পোস্টারে।

আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হবে এক দিনের বিশ্বকাপ। ফাইনাল হবে ১৯ নভেম্বর। এই দুটি ম্যাচই হবে আমদাবাদে। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে গত বারের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচও হওয়ার কথা আমদাবাদে।

শেষ করে দিয়েছেন কেরিয়ার,

কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন মার্সেলো!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত! এভাবেই ব্যাখ্যা করছেন তিনি। লাল কার্ড এর আগেও দেখেছেন। কিন্তু এমন অনুশোচনা বোধহয় কখনও হয়নি তার। ট্যাকল এর আগেও করেছেন। কিন্তু মনোঃকষ্টে পড়তে হয়নি। এতটাই যে মাঠ ছাড়ার সময় কেঁদে ফেললেন নিজেই। খেলার মাঠ এক আশ্চর্য দুনিয়া। ইচ্ছাকৃত ভুল না করলেও কেউ কেউ গভীর অনুতাপে ভোগেন। নিজেকে দোষেন। ইন্সটাতে প্রার্থনা করেন, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন তার সতীর্থ ফুটবলার।

যিনি কেঁদে ফেলেছেন মাঠ ছাড়ার সময়, তার নাম মার্সেলো। ব্রাজিলিয়ান তারকা এখন খেলেন ফ্লুমিনেন্সের হয়ে। কোপা লিব্রেতাদোরেসের একটা ম্যাচে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র টিমের এক ফুটবলারের কেরিয়ার প্রায় শেষ হয়ে যেতে চলেছিল তারই জন্য। ওই শিউরে ওঠা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

দিয়েগো মারাদোনা স্টেডিয়ামে হোম টিম আর্জেন্টিনোস জুনিয়র ১-০ এগিয়েছিল। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ফুটবলার ফুটওয়ার্ক এবং স্কিল নিয়ে বরাবর আলোচনা হয়েছে। সেই মার্সেলো টিমকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একটা বল নিয়ে এগোতে শুরু করেন বিপক্ষ বক্সের দিকে। প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারকে কাটিয়েও নেন। ঠিক তখনই লুসিয়ানো সাঞ্চেস নামের এক ফুটবলার পা বাড়ান। মার্সেলো ওই সময় গতিতে ছিলেন। নিজেকে থামাতে পারেননি। অনিচ্ছাকৃত সাঞ্চেসের পায়ের উপর দিয়ে চলে যান। গোটা তখন দৃশ্য দেখে তখন শিউরে ওঠে। মার্সেলোর অনিচ্ছাকৃত ট্যাকলের জন্য দুই টুকরো হয়ে যায় সাঞ্চেসের পা।

সাঞ্চেস জুনিয়র ফুটবলার। তার কেরিয়ার কার্যত শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে। মার্সেলোকে রেফারি লাল কার্ড দেখান সঙ্গে সঙ্গে। সাঞ্চেসকে দেখে অনুশোচনার আগুণে পুড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন মার্সেলো।

এবার বড় সুখবর পেলেন বাবর আজম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার বড় সুখবর পেলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। গত মাসে শ্রীলংকা সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রত্যাশিত রান করতে না পারলেও আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ উন্নতি হয়েছে তার। শ্রীলংকা সফরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। দুই টেস্টে তিন ইনিংসে ৭৬ রান করে দুই ধাপ এগিয়ে ৮২৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে চতুর্থ পজিশনে উঠে যান বাবর। বুধবার আইসিসির সপ্তাহিক হালনাগাদে বাবর আজমসহ র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সাবেক দুই অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও জো রুটের। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রুট ও স্মিথ। ৮৮৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। র‍্যাংকিংয়ে ২৭তম স্থান থেকে ২১তম পজিশনে উঠে এসেছেন আবদুল্লাহ শফিক,চার ধাপ এগিয়ে ২৯তম স্থানে রয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ২৯তম পজিশনে আছেন আগা সালমান। পাকিস্তানি বোলারদের মধ্যে পেসার নাসিম শাহ সাত ধাপ এগিয়ে আছেন ৩৭তম পজিশনে। বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলীর উন্নতি হয়েছে ১৩ধাপ। শাহীন শাহ আফ্রিদি তিন ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।

অবশেষে ভারত-পাকিস্তান

ম্যাচ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচিতে আনা হচ্ছে পরিবর্তন। আইসিসির সূচি অনুযায়ী আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে ম্যাচটি এক দিন এগিয়ে আনা হচ্ছে। এই সম্মতিও জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো।

মূলত ১৫ অক্টোবর থেকে হিন্দু ধর্মালাম্বীদের ধর্মীয় উৎসব 'নবরাত্রি' শুরু হবে। এ কারণে হিন্দুপ্রধান দেশ ভারতে ওই দিন নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) জানিয়েছিল ভারতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। এ কারণেই ম্যাচের সূচি পরিবর্তনের দাবি তোলা হয়।

ফলে এক দিন এগিয়ে ১৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৪ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচটি আয়োজন করতে যাচ্ছে বিসিসিআই। ১৪ অক্টোবর চেন্নাইয়ে বাংলাদেশ খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। আর দিল্লিতে আফগানিস্তান-ইংল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচও রয়েছে। তবে এক দিনে তিনটি ম্যাচ হয়ে যাওয়ায় আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ডের ম্যাচের সূচিতেও আসতে পারে পরিবর্তন।

এ ছাড়া পরিবর্তন আসছে আরো বেশ কিছু ম্যাচের সূচিতে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ১২ অক্টোবর। সেই ম্যাচ দুই দিন এগিয়ে এসেছে ১০ অক্টোবরে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এগিয়েছে বলেই এই ম্যাচ আগানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ ১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে খেলে ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারতের বিপক্ষে খেলা বেশ কঠিনই পাকিস্তানের জন্য।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR